

## হুতু তুতসি তোয়া

### কাজী জহিরুল ইসলাম

জ্ঞান হবার পর থেকেই শুনে আসছি হুতু এবং তুতসিদের কথা। প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকার এথনিসিটি বলতে হুতু তুতসি ছাড়া আর কারো সম্পর্কে আমার তেমন কোন ধারণাই ছিল না। হুতু এবং তুতসিদের নিবাস পূর্ব আফ্রিকার ছোট্ট একটি দেশ রুয়ান্ডায়। ইগিতিকুইনোয়িনি গাছের ছায়ায়, নিয়ারারোঙ্গা নদীর তীরে বসবাস এই দুই সম্প্রদায়ের। দুই সম্প্রদায়ের মানুষেরই গায়ের রঙ কালো, চুল কোকড়ানো। তবে হুতু এবং তুতসি চেনার একটা উপায় আছে। তুতসিদের উচ্চতা কিছুটা বেশী, ওদের কপাল চওড়া, নাক কিছুটা খাড়া। পক্ষান্তরে হুতুরা উচ্চতায় একটু কম, নাক মোটা আর কপাল ছোট। রুয়ান্ডায় একটা কথা প্রচলিত আছে, যাদের নাকের ফুটো দিয়ে হাতের বুড়ো আঙুল ঢুকে যায় ওরাই হুতু, তুতসিদের নাকের ফুটো দিয়ে কখনোই বুড়ো আঙুল ঢুকবে না। ফরাসী কূটনৈতিক মিশনকে দেশ থেকে বহিস্কার ও ফ্রান্সের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্প্রতি হুতু-তুতসিদের দেশ রুয়ান্ডা আবার উঠে এসেছে আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে।

পৃথিবীর অনেক দেশের মতো রুয়ান্ডায়ও ছিল রাজতন্ত্র। রুয়ান্ডার সর্বশেষ রাজা কিগেরি-৫ এখনো বেঁচে আছেন, নির্বাসিত জীবন-যাপন করছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯৬০ সালে রুয়ান্ডার উপনিবেশিক প্রভু বেলজিয়ামের ওয়ালন সম্প্রদায়ের সহায়তায় দেশের মেজরিটি জনসংখ্যা হুতু সম্প্রদায় এক রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করেন তুতসি রাজা কিগেরিকে। ২৬,৩৩৮ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ছোট্ট একটি দেশ রুয়ান্ডা। আফ্রিকার অন্যান্য দেশের তুলনায় জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী হলেও বাংলাদেশের সাথে তুলনা করলে তা নিতান্তই নগন্য। গড়ে প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোক বাস করে মাত্র ৩২৮ জন। দেশের মোট জনসংখ্যা ছিয়াশি লক্ষ।

সমতল থেকে ৫ হাজার ফুট ওপরে, ভিরুঙ্গা পর্বতশৃঙ্গের ভেলিতে, হঠাৎ সমতলে, গড়ে ওঠা লোকালয় আর অগণিত পাহাড়, নদী, অরণ্যের দেশ রুয়ান্ডার ইতিহাস মোটেও কিভু লেকের সুশীতল নীল জলের মতো শান্ত নয়, বরং পাহাড়ী নদী নিয়ারাবোঙ্গার মতো খরস্রোতা। আজ যারা রুয়ান্ডার পিগমি উপজাতি, সেই অরণ্যমানুষ তোয়া সম্প্রদায়ই ছিল এই ভূখন্ডের মূল আধিবাসী। একাদশ শতাব্দীর শুরুতে হুতুরা এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এবং চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে তুতসিরা রুয়ান্ডায় মাইগ্রেট করতে শুরু করে। তুতসি সম্প্রদায় ছিল রণবিদ্যায় পারদর্শী। তারা অল্পদিনের মধ্যেই তোয়া এবং হুতুদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এক একটি অঞ্চলের কর্তৃত্ব নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। বর্তমান রুয়ান্ডার প্রায় পুরোটাই অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে একটি অখন্ড তুতসি রাজ্যে পরিণত হয়। একক তুতসি মোয়ামির (রাজা) অধিনেই শাসিত হতে থাকে রুয়ান্ডা। সেই সময়েও, এবং আজো রুয়ান্ডায় হুতুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। বর্তমানে মোট জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশ হুতু, ১৪ শতাংশ তুতসি এবং ১ শতাংশ তোয়া। ১৮৫৩ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত তুতসি রাজা কিগেরি-৪ এবং ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিকে রাজা মুতার-২ রুয়ান্ডা শাসন করেন। এই সময়ে তুতসি রাজারা সশস্ত্র আর্মি সংগঠিত করে এবং পূর্ব আফ্রিকান করিডোর দিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করে। রাজা মুতার এবং রাজা কিগেরি, দু'জনের শাসনামলেই অধিকাংশ বিদেশীর রুয়ান্ডায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

আমার রুয়ান্ডিজ সহকর্মী ওয়েলার্স রিভুজি কোন সম্প্রদায়ের তা আমি জানি না। তবে অনুমান করছি তিনি তুতসিই হবেন। ওয়েলার্স বলেন, বিদেশীরাই আমাদের মধ্যে এই জাতিগত সংঘর্ষের বীজ বুন দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৬) বেলজিয়ানরা রুয়ান্ডা দখল করে নেয়। বেলজিয়ামে দুটি সম্প্রদায় আছে। ফ্লেমিশ এবং ওয়ালন। এই দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক হতু-তুতসিদের মতোই। ওরা কখনোই এক টেবিলে বসে চা-ও খায় না। ফ্লেমিশরা বেলজিয়ামের বনেদি গ্রুপ, ওয়ালনরা সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু অবহেলিত। বেলজিয়ানরা রুয়ান্ডা দখল করে দরিদ্র ওয়ালনদের পাঠাতো আমাদের দেশে বসবাসের জন্য। ওয়ালনরাই এই জাতিগত বিদ্বেষের বীজ বুনতে শুরু করে। ওরা হতুদের উসকে দেয়। বলে তোমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ দেশের রাজা তুতসি, এটা অন্যায়। ১৯৬০ সালে তুতসি রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে হতুরা দেশের ক্ষমতায় চলে আসে। এসময় রাজা কিগেরি-৫ এর সাথে প্রায় এক লক্ষ তুতসি দেশ থেকে পালিয়ে যায়। আর বেলজিয়াম তাদের দোসর হতুদের কাছে ক্ষমতা দিয়ে ১ জুলাই ১৯৬২ সালে রুয়ান্ডাকে স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের মর্যাদা দিয়ে দেয়। হতু নেতা কায়িবান্দা ১৯৬২ সালে দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। পরবর্তিতে তিনি ১৯৬৫ এবং ১৯৬৯ সালে দেশের প্রেসিডেন্ট হিসাবে পুনর্নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্ট কায়িবানা তার সময়কালে প্রচুর তুতসি হত্যা করেন। তুতসিরা এ সময়ে ধীরে ধীরে উগান্ডা, কঙ্গো, তানজানিয়া এবং বুরুন্ডিতে পাড়ি জমাতে থাকে।

পালিয়ে যাওয়া তুতসিরা গেরিলা বাহিনী তৈরী করে এবং বিভিন্ন সময়ে রুয়ান্ডায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালায়। ১৯৭১-৭২ সালে উগান্ডার প্রেসিডেন্ট ইদি আমিনের সাথে রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট কায়িবান্দার সম্পর্ক তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। প্রেসিডেন্ট কায়িবান্দা অভিযোগ করেন, ইদি আমিন তুতসিদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে হতুদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য। ১৯৭৩ সালে আভ্যন্তরীণ তুতসিদের সাথে হতুদের আবার যুদ্ধ শুরু হয় এবং ৬০০ তুতসি গেরিলা এ সময় উগান্ডায় পালিয়ে যায়। ১৯৭৩ সালের ৫ জুলাই সেনাবাহিনীর একটি গ্রুপ এক সফল সেনাঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে কায়িবান্দাকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং মেজর জেনারেল জ্যুভেনাল হাবিয়ারিমানাকে ক্ষমতায় বসায়, যিনি ছিলেন বেশ মডারেট হতু। ১৯৭৮ সালে দেশের সংবিধান সংশোধন করা হয় এবং জেনারেল হাবিয়ারিমানা তার ইউনিফর্ম খুলে গণতন্ত্রের লেবাস পরে ফেলেন এবং নির্বাচনের বৈতরণী পেরিয়ে দেশের গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। পরবর্তিতে ১৯৮৩ এবং ১৯৮৮ সালের নির্বাচনেও তিনি পুনর্নির্বাচিত হন। তার সময়কালে ৫০ হাজারেরও অধিক তুতসি শরণার্থী উগান্ডা এবং বুরুন্ডি থেকে দেশে ফিরে আসে।

দুই বছর পর তুতসি রিফিউজিদের গেরিলা বাহিনী রুয়ান্ডান পেট্রিয়টিক ফ্রন্ট (আরপিএফ) উগান্ডার সহযোগীতায় দেশের ভেতরে ঢুকে পরে এবং রুয়ান্ডার ক্ষমতার অংশিদারিত্ব দাবী করে। ১৯৯৩ সালে হাবিয়ারিমানা তুতসিদের সাথে ক্ষমতার অংশিদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এরপর তুতসিরা ক্রমশ ভায়োলেন্ট হতে শুরু করে এবং রাজধানী কিগালিতে বিশাল ডেমোনেস্ট্রেশন করে। হাবিয়ারিমানা শান্তি প্রতীষ্ঠায় প্রাণান্তকর চেষ্টা চালান। আঞ্চলিক সহযোগীতার আহবান জানান, আমন্ত্রণ জানান জাতিসংঘকে একটি শান্তিমিশন স্থাপনের।

সত্তরের দশকের ক্রাইসিসের সময় রুয়ান্ডিজ সরকার ফরাসীদের আমন্ত্রণ জানায় সহযোগীতার জন্য। তখন হতু সরকারের ধারণা ছিল আমেরিকা তুতসিদের অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। তখনি ফরাসীরা রুয়ান্ডায় ঢুকে পড়ে এবং একটি সেমি-উপনিবেশ গড়ে তোলে। ফরাসীরা এ সময় সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে ইন্তেরাহাম নামের একটি সরকারী মিলিশিয়াবাহিনী তৈরী করে। এই বাহিনীর একমাত্র কাজই ছিল তুতসি নিধন।

৬ এপ্রিল ১৯৯৪। কিগালি বিমানবন্দরে ফুলের মালা নিয়ে অপেক্ষা করছে হাজার হাজার মানুষ। হুতু-তুতসি সংঘাতের অবসানকামী দুই নেতা, রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট হাবিয়ারিমানা এবং বুরুন্ডির প্রেসিডেন্টকে বহনকারী বিমানটি কিগালির রানওয়ের মাটি ছুঁয়েছে। একি! গোলাগুলির শব্দ হচ্ছে কেন? কোথেকে এই গুলি আসছে? এতো সুরক্ষিত, সুনিরাপত্তা নিশ্চিতকৃত বিমানবন্দরের রানওয়ের ভেতর! হতভাগ্য বিমানটি মুখ খুবড়ে পড়লো আর জীবনাবসান ঘটলো দুই প্রেসিডেন্টের। সঙ্গে সঙ্গে আগুনে ঘি পড়ে। জ্বলে ওঠে হুতুরা। আর এক মুহূর্তও নয়। নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে তুতসি হারামীদের। এ কাজ ওরাই করেছে। জ্বলে ওঠে বুরুন্ডিও। এ নিশ্চয়ই তুতসিদের কাজ। আমাদের প্রেসিডেন্টকে হত্যা করেছে। কিন্তু এতো কঠোর নিরাপত্তা বেঁটনী ভেদ করে বিমানবন্দরের রানওয়েতে তুতসি গেরিলারা এলো কি করে? আর ওরা গেলই বা কোথায়? একজনওতো ধরা পড়লো না। নিকটতম তুতসি ঘাটি দেড়'শ কিলোমিটার দূরে। তাহলে কি অন্য কেউ? কোন বিদেশী শক্তি? সিআইএ অথবা ফ্রান্স? নাকি রুয়ান্ডার সাবেক উপনিবেশিক প্রভু বেলজিয়ানরাই ঘটিয়েছে এই নির্মম হত্যায়জ্ঞ? হতে পারে। সন্দেহ সন্দেহই থেকে যায়।

বুগেসেরা, নিয়াম্মাতা গ্রামের সহজ সরল নিরপরাধ তুতসি মেয়েরা, ছেলেরা, বুড়েরা সারাদিনের কাজ-কর্ম সেরে মাত্র ঘরে ফিরেছে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে হয়ত একসঙ্গে খেতে বসেছে। হয়ত কোন কর্মজীবী মা সারাদিন পর তার আদরের সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। হয়ত কোন নববিবাহিত দম্পতি দিনের শেষে দু'জন দু'জনকে কাছে পেয়ে আদরে-আলিঙ্গনে মনের কথাটি বলছে। কেউ কি জানালায় চোখ রাখলো? কেউ কি চিৎকার করলো? উঠানের ছাগল-ভেড়ার পালটি অমন সমবেত স্বরে চিৎকার করছে কেন? কুকুর অমন অলুঙ্কুণে সুরে আর্তনাদ করছে কেন? চাকার ঘর্ষণের শব্দ খুব কাছে এসে থামে। কে এলো? শত শত রাইফেল, মেশিনগান গর্জে ওঠে। যে যেখানে ছিল, ওখানেই। গগনবিদারী চিৎকার ওঠে বুগেসেরার আকাশে, নিয়াম্মাতার আকাশে। ইগিতিকুইনোয়িনি গাছের ডাল থেকে উড়ে পালায় শত শত নীড়ে ফেরা পাখি। লাল রক্তের স্রোতে গতিময় হয়ে ওঠে নিয়াবারোঙ্গা নদী। শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে নিয়াবারোঙ্গা তুতসিদের রক্তকে পৌছে দেয় মিশরের নীল নদে, প্রাচীন সভ্যতার কোলে।

জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী ৮ লক্ষ তুতসি ও কিছু মডারেট হুতু নিধন করে কটর হুতুরা মাত্র ১০০ দিনের মধ্যে। ১৯৯৪ সালের ৪ জুলাই নির্বাসিত তুতসি গেরিলা নেতা জেনারেল কাগামের নেতৃত্বে সকল তুতসি দেশে ফিরে আসে, ৩৪ বছর পর আবার তুতসিরা রুয়ান্ডার ক্ষমতা দখল করে নেয়। কাগামের দৃঢ় ঘোষণা, আর নয় হত্যায়জ্ঞ। যা হবার হয়েছে, এখন থেকে হুতু-তুতসি ভাই ভাই। সেই থেকে কাগামেই রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট।

কিন্তু এখন সমস্যাটা কি নিয়ে? এই যে তোমরা ফরাসী মিশনকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে? শুধুতো মিশন না, তোমাদের প্রেসিডেন্ট আদেশ দিয়েছেন, রুয়ান্ডায় একজন ফরাসীও আর থাকতে পারবে না। এর কারণ কি?

শোন, আমাদের প্রেসিডেন্ট অ্যাথলোফোন, তিনি ফরাসী ভাষা বলেন না, ফরাসীদের তেমন পছন্দও করেন না। ৯৪-এর জেনোসাইডে যে এক মিলিয়ন তুতসিকে হত্যা করা হয় এর পেছনে ফ্রান্সের ভূমিকা ছিল। এ বিষয়ে একটি কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব হলো তদন্ত করে বের করা এই মেসাকারে ফ্রান্সের ভূমিকা কতখানি। ফ্রান্স এতে ক্ষেপে যায়। কিছুদিন আগে তড়িঘড়ি করে একটি

ফরাসী আদালত ৯৪-এর জেনোসাইডের জন্য প্রেসিডেন্ট কাগামেকে দায়ী করে তার বিরুদ্ধে একটি ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারেন্ট ইস্যু করে। কত বড় সাহস দেখেছো? মামলার রায় দেন ফরাসী জাজ জঁ লুইস ব্রুণ্ডইয়ের্থ। প্রেসিডেন্ট কাগামে নিজেই একজন তুতসি। তিনি কি করে তুতসি হত্যা করেন? এটাতো পাগলেও বিশ্বাস করবে না।

রুয়ান্ডায় কোন দুর্নীতি নেই। অফিকার সবচেয়ে সভ্য জাতি রুয়ান্ডা। এখন আমাদের নিরাপত্তাজনিত কোন সমস্যাও নেই। আর হুতু-তুতসি সমস্যাও মিটে গেছে। আমরা অর্থনীতির মহাসড়কে এক দ্রুতগামী ট্রেন। এগিয়ে যাচ্ছি সাফল্যের শিখড়ে। কথাগুলো বলতে বলতে ওয়েলার্সের চোখে পানি এসে যায়। ও তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে বাইরে, দূরের আকাশের দিকে। যেন গলা বাড়িয়ে দেখতে চাইছে ওর প্রিয় মাতৃভূমি রুয়ান্ডার মেঘমুক্ত স্বচ্ছ নীল আকাশ। যে আকাশে কোন শকুণ নেই, আছে শত শত শান্তির পায়রা।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

২৮ নভেম্বর, ২০০৬